রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, মে ১৩, ২০২৫

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৫ বৈশাখ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ০৮ মে, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ১৩০-আইন/২০২৫।—জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ২৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।**—(১) এই প্রবিধানমালা জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্মচারী (প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল) প্রবিধানমালা, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই প্রবিধানমালা প্রেষণে অথবা সম্পূর্ণ অস্থায়ী, খণ্ডকালীন, আউটসোর্সিং, দৈনিক বা চুক্তিভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মচারী ব্যতীত, কর্তৃপক্ষের সকল কর্মচারীর জন্য প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা ১ জুলাই, ২০২৪ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়,—

(ক) **"আইন"** অর্থ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৫ নং আইন);

মূল্য : টাকা ২০.০০

(খ) **"কর্তৃপক্ষ"** অর্থ আইনের ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ;

(গ) **"কর্মচারী"** অর্থ কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক কোনো কর্মচারী;

(ঘ) **"চাঁদা"** অর্থ প্রবিধান ৮ এর অধীন কর্মচারীগণ কর্তৃক তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা;

(ঙ) **"চাঁদাদাতা"** অর্থ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদানকারী কোনো কর্মচারী;

(চ) **"তহবিল"** অর্থ প্রবিধান ৩ এর অধীন গঠিত জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্মচারী প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল;

(ছ) **"নির্বাহী চেয়ারম্যান"** অর্থ আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন নিযুক্ত কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান;

(জ) **"নির্ভরশীল ব্যক্তি"** অর্থ চাঁদাদাতার পরিবারের কোনো সদস্য, পিতা, মাতা, অপ্রাপ্তবয়স্ক ভাই, অবিবাহিতা বোন এবং পিতা-মাতা জীবিত না থাকিলে পিতামহ ও পিতামহী;

(ঝ) **"পরিবার"** অর্থ কর্মচারীর স্ত্রী বা, ক্ষেত্রমত, স্বামী, সন্তান-সন্তুতি এবং তাহার মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি, অথবা উক্ত স্ত্রী বা, ক্ষেত্রমত, স্বামী ও সন্তান-সন্ততির অবর্তমানে উক্ত কর্মচারীর বৈধ উত্তরাধিকারীগণ:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোনো পুরুষ কর্মচারী প্রমাণ করিতে পারেন যে, আদালতের আদেশ অনুসারে তিনি ও তাহার স্ত্রী আলাদাভাবে বসবাস করেন অথবা তাহার স্ত্রী প্রচলিত আইন অনুসারে খোরপোষ লাভের অধিকারী নহেন, তাহা হইলে উক্ত স্ত্রীকে পরিবারভুক্ত করিবার জন্য উক্ত কর্মচারী কর্তৃক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে ইচ্ছা প্রকাশ না করা পর্যন্ত, উক্ত স্ত্রী এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না:

আরও শর্ত থাকে যে, যদি কোনো মহিলা কর্মচারী তাহার স্বামীকে এই প্রবিধানমালার অধীন কোনো সুবিধা পাইবার ক্ষেত্রে তাহার পরিবারভুক্ত না করিবার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন, উহার বিপরীত ইচ্ছা প্রকাশ না করা পর্যন্ত, উক্ত স্বামী এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না;

(ঞ) **"ফরম"** অর্থ এই প্রবিধানমালার কোনো ফরম;

(ট) **"বৎসর"** অর্থ ১ জুলাই তারিখ হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী ৩০ জুন তারিখ পর্যন্ত;

(ঠ) **"বোর্ড"** অর্থ প্রবিধান ৫ এর অধীন গঠিত ট্রাস্টি বোর্ড;

(ড) **"মনোনীত ব্যক্তি"** অর্থ প্রবিধান ১৪ এর অধীন মনোনীত কোনো ব্যক্তি;

(ঢ) **"সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ)"** অর্থ কর্তৃপক্ষের সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ)।

(২) এই প্রবিধানমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৫ নং আইন) এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২১-এ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
তহবিল গঠন ও ব্যবস্থাপনা

৩। **তহবিল গঠন।**—এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ, নিম্নবর্ণিত উৎসসমূহ হইতে প্রাপ্ত অর্থের সমন্বয়ে, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্মচারী প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল নামে একটি তহবিল গঠন করিবে, যথা:—

(ক) চাঁদাদাতা কর্তৃক প্রদত্ত মাসিক চাঁদা ও গৃহীত অগ্রিমের বিপরীতে প্রদত্ত কিস্তি ও সুদ;

(খ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তহবিলে প্রদত্ত অনুদান;

(গ) তহবিলে জমাকৃত অর্থের উপর প্রাপ্ত সুদ; এবং

(ঘ) তহবিলের জমাকৃত অর্থের বিনিয়োগ হইতে অর্জিত আয়।

৪। **তহবিলের হিসাবরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা।**—(১) তহবিলের অর্থ বাংলাদেশি টাকায় সংরক্ষিত এবং প্রদেয় হইবে।

(২) চাঁদা প্রদান ও অর্থের হিসাব পূর্ণ টাকায় করা হইবে।

(৩) কর্তৃপক্ষের সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ) এবং ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য-সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে তহবিলের ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হইবে।

(৪) ট্রাস্টি বোর্ড তহবিলের অর্থ এইরূপে বিনিয়োগ করিবে, যাহাতে বিনিয়োগ হইতে সম্ভাব্য সর্বাধিক আয় হয়, এবং এতদুদ্দেশ্যে, ট্রাস্টি বোর্ড প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান অনুযায়ী তহবিলের সম্পূর্ণ বা আংশিক অর্থ কোনো তফসিলি ব্যাংকে স্থায়ী আমানত অথবা সরকারি সঞ্চয়পত্র বা সরকারি বন্ডে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—এই উপ-প্রবিধানের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, **"তফসিলি ব্যাংক"** অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (President`s Order No. 127 of 1972) এর Article 2 এর clause (j)-তে সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank।

(৫) ট্রাস্টি বোর্ড Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (President's Order No. 2 of 1973) এর Article 2(1)(b)-তে সংজ্ঞায়িত কোনো চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা তহবিলের হিসাব বিবরণী নিরীক্ষা করাইবে এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অনুলিপি কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবে।

(৬) উপ-প্রবিধান (৫) এর অধীন নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট তহবিলের যেকোনো নথি, রেজিস্ট্রার বহি, কাগজপত্র, হিসাব এবং দলিলাদি পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করিতে পারিবে।

(৭) তহবিলের অর্থ সংরক্ষণ ও নিরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় কর্তৃপক্ষ বহন করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

ট্রাস্টি বোর্ডের গঠন ও কার্যাবলি, ইত্যাদি

৫। **ট্রাস্টি বোর্ড গঠন।**—(১) তহবিল পরিচালনার জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) নির্বাহী চেয়ারম্যান, পদাধিকারবলে, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) কর্তৃপক্ষের সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ);

(গ) _কর্তৃপক্ষের পরিচালক (অর্থ);

(ঘ) কর্তৃপক্ষের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা;

(ঙ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত উহার নবম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডের ১ (এক) জন নিজস্ব কর্মচারী এবং দশম হইতে বিশতম গ্রেডের ১ (এক) জন কর্মচারী; এবং

(চ) কর্তৃপক্ষের উপপরিচালক (বাজেট ও হিসাব), পদাধিকারবলে, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (ঙ) এর অধীন মনোনীত কোনো সদস্য মনোনয়নের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন, তবে মেয়াদ পূর্তির পূর্বে সংশ্লিষ্ট সদস্য স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

৬। **ট্রাস্টি বোর্ডের ক্ষমতা ও কার্যাবলি।**—ট্রাস্টি বোর্ডের ক্ষমতা ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) তহবিলের অর্থের ব্যাংক হিসাব পরিচালনা এবং উহার যথাযথ ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(খ) তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(গ) তহবিলের আয় ও ব্যয়ের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) প্রতি বৎসরের জুলাই মাসে তহবিলের পূর্ববর্তী বৎসরের আয়, ব্যয়, বিনিয়োগ ও হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিয়া প্রতিবেদন উপস্থাপন;

(ঙ) এই প্রবিধানমালার বিধান অনুসারে দাবিসমূহ পরিশোধের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(চ) এই প্রবিধানমালার অধীন প্রদেয় অর্থ ও অন্যান্য সুবিধাদি যথাশীঘ্র সম্ভব পরিশোধ; এবং

(ছ) উপরি-উক্ত কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আনুষঙ্গিক অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ।

৭। **বোর্ডের সভা।**—(১) বোর্ডের সভা সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, সময় ও তারিখে অনুষ্ঠিত হইবে, তবে প্রতি বৎসর বোর্ডের অন্যূন ৩ (তিন) টি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) সভাপতি বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে তদকর্তৃক মনোনীত কোনো সদস্য বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) অন্যূন ৪ (চার) জন সদস্যের উপস্থিতিতে বোর্ডের সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৪) প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতি বা, ক্ষেত্রমত, উক্ত সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় তথা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৫) বোর্ডের সদস্য-সচিব বোর্ডের সকল সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করিবেন এবং সভায় উপস্থিত সকল সদস্যের স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন।

(৬) বোর্ডের সভায় যোগদানের জন্য সদস্যগণ, অর্থ বিভাগের অনুমোদনক্রমে, বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে সম্মানি প্রাপ্য হইবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

তহবিলে চাঁদা প্রদান, সুদ, অগ্রিম উত্তোলন, ইত্যাদি

৮। **সদস্যের চাঁদা।**—(১) প্রত্যেক কর্মচারী কর্মরত থাকা অবস্থায় বা প্রেষণে বা বৈদেশিক চাকরিতে থাকা অবস্থায় প্রতি মাসে মূল বেতনের সর্বোচ্চ ১০% (দশ শতাংশ) অর্থ তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন, তবে সরকার, সময় সময়, উক্ত হার পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) কোনো চাঁদাদাতা তহবিলে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষ তাহার নামে একটি নূতন হিসাব নম্বর প্রদান করিবে এবং প্রত্যেকবার চাঁদা প্রদানের সময় উক্ত হিসাব নম্বর উল্লেখ করিতে হইবে।

(৩) ছুটিতে থাকাকালীন চাঁদা প্রদান না করিবার জন্য কোনো চাঁদাদাতা ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিবেন এবং এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিবার ক্ষেত্রে চাঁদাদাতা—

(ক) নিজে বেতন উত্তোলনের ক্ষমতাসম্পন্ন কর্মচারী হইলে, ছুটিতে যাইবার পরে প্রথম বেতন বিল হইতে চাঁদা বাবদ কোনো অর্থ কর্তন করিবেন না; অথবা

(খ) নিজে বেতন উত্তোলনের ক্ষমতাসম্পন্ন কর্মচারী না হইলে, ছুটিতে যাইবার পূর্বেই ছুটিকালীন চাঁদা কর্তন না করিবার জন্য সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ) বরাবর লিখিত আবেদন করিবেন।

(৪) উপ-প্রবিধান (৩) এর অধীন কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করা হইলে উহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে তবে, চাঁদাদাতা উক্তরূপ কোনো ইচ্ছা প্রকাশ না করিলে তিনি চাঁদা প্রদান করিবেন বলিয়া গণ্য হইবে।

৯। **প্রেষণে বা বৈদেশিক চাকরিতে অবস্থানরত চাঁদাদাতার অবস্থান।**—কোনো চাঁদাদাতা বৈদেশিক চাকরিতে নিয়োজিত হইলে অথবা দেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে অন্য কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের চাকরিতে প্রেষণে কর্মরত থাকিলেও তিনি তহবিলের আওতাভুক্ত থাকিবেন এবং প্রেষণে না থাকিলে তিনি যেরূপে তহবিলে চাঁদা প্রদান করিতেন সেইরূপে চাঁদা প্রদান করিবেন।

১০। **কর্তৃপক্ষের অনুদান।**—Contributory Provident Fund Rules, 1979 এর rule 11 এর sub-rule (2) অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ তহবিলে মাসিক ৮.৩৩% (আট দশমিক তিন তিন) হারে অনুদান প্রদান করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অর্থ বিভাগ কর্তৃক, সময় সময়, পরিবর্তিত হার অনুযায়ী তহবিলে অনুদান প্রদানের হার পরিবর্তিত হইবে।

১১। **চাঁদার শর্ত ও হার নির্ধারণ, ইত্যাদি।**—(১) কোনো চাঁদাদাতা ১ জুলাই তারিখে তাহার মূল বেতনের সর্বোচ্চ ১০% (দশ শতাংশ) হারে তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন।

(২) চাঁদাদাতা ১ জুলাই তারিখে ছুটিতে থাকিলে এবং ছুটিকালীন চাঁদা কর্তন না করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে অথবা উক্ত সময়ে তিনি সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকিলে, কর্মে যোগদানের তারিখের মূল বেতন তাহার বেতন হিসাবে গণ্য হইবে।

(৩) চাঁদাদাতা ১ জুলাই তারিখে প্রেষণে বা বৈদেশিক চাকরিতে কর্মরত থাকিলে অথবা ছুটিতে থাকিলে এবং ছুটিকালীন চাঁদা কর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি কর্তৃপক্ষে কর্মরত থাকিলে তাহার যে মূল বেতন হইত তাহাই তাহার বেতন হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪) চাঁদাদাতা ১ জুলাই পরবর্তী কোনো তারিখে প্রথমবারের মত তহবিলে যোগদান করিলে, তহবিলে যোগদানের তারিখের বেতন চাঁদা নির্ধারণের জন্য তাহার বেতন হিসাবে গণ্য হইবে।

(৫) চাঁদাদাতার বেতন হ্রাস বা বৃদ্ধি হইলে কর্তৃপক্ষ যেরূপে নির্দেশ প্রদান করিবে সেইরূপে তাহার চাঁদার হার নির্ধারণ করা হইবে।

(৬) চাঁদাদাতা প্রতি বৎসর নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে কর্তৃপক্ষের পরিচালক (অর্থ)-কে তাহার মাসিক চাঁদার হার সম্পর্কে অবহিত করিবেন, যথা:—

(ক) চলতি বৎসরের ১ জুলাই তারিখে কর্মরত থাকিলে উক্ত মাসের বেতন বিল হইতে চাঁদা কর্তনের মাধ্যমে;

(খ) চলতি বৎসরের ১ জুলাই তারিখে ছুটিতে থাকিলে এবং ছুটিকালীন চাঁদা কর্তন না করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে অথবা উক্ত তারিখে সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকিলে, কর্মে যোগদানের পর প্রথম বেতন বিল হইতে চাঁদা কর্তনের মাধ্যমে;

(গ) প্রথমবারের মত তহবিলে যোগদান করিলে, যোগদানের মাসের বেতন বিল হইতে চাঁদা কর্তনের মাধ্যমে; অথবা

(ঘ) চলতি বৎসরের ১ জুলাই তারিখে প্রেষণে বা বৈদেশিক চাকরিতে কর্মরত থাকিলে, চলতি বৎসরের জুলাই মাসের চাঁদা তহবিলে জমা প্রদানের মাধ্যমে।

(৭) চাঁদাদাতা কর্তৃক কোনো বৎসরের জন্য নির্ধারিত চাঁদা উক্ত বৎসরের অবশিষ্ট সময়ের জন্য অপরিবর্তিত থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, চাঁদাদাতা কোনো মাসের অংশবিশেষ ছুটি কাটাইলে এবং ছুটিকালীন চাঁদা কর্তন না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, সংশ্লিষ্ট মাসের অবশিষ্ট চাকরিকালের জন্য তিনি আনুপাতিক হারে চাঁদা প্রদান করিতে পারিবেন।

১২। **চাঁদা আদায়।**—(১) প্রদেয় চাঁদা, বেতন গ্রহণকালে চাঁদাদাতার বেতন হইতে, কর্তনের মাধ্যমে আদায় করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো চাঁদাদাতা প্রেষণে বা বৈদেশিক চাকরির কারণে অন্য কোনো উৎস হইতে বেতন গ্রহণ করিলে সংশ্লিষ্ট চাঁদাদাতাকে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদেয় চাঁদা জমা প্রদান করিতে হইবে।

(২) কোনো চাঁদাদাতা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ হইতে চাঁদা প্রদান না করিয়া থাকিলে তাহার বকেয়া চাঁদার মোট অর্থ, সুদসহ, তহবিলে জমা প্রদান করিতে হইবে, অন্যথায় নির্বাহী চেয়ারম্যানের অনুমোদন সাপেক্ষে, পরিচালক (অর্থ) উক্ত অর্থ তাহার বেতন হইতে কিস্তির মাধ্যমে বা অন্যরূপে আদায়ের জন্য নির্দেশ প্রদান করিবেন, তবে অগ্রিম প্রদানের ক্ষমতাসম্পন্ন কর্মচারী, বিশেষ কারণে, উক্ত অর্থ প্রদানের জন্য কিস্তি মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

(৩) কর্তৃপক্ষ চাঁদাদাতার নিকট হইতে প্রেষণে বা বৈদেশিক চাকরিতে থাকাকালীন প্রদানযোগ্য চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৩। **সুদ।**—(১) বোর্ড তহবিলের হিসাবে বাৎসরিক অর্জিত সুদ এবং অন্যান্য আয়ের ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে প্রত্যেক চাঁদাদাতাকে তাহার প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলের হিসাবে জমাকৃত চাঁদার উপর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে সুদ প্রদান করিবে।

(২) জমাকৃত অর্থের উপর ৩০ জুন তারিখে সংশ্লিষ্ট হিসাবে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে সুদ প্রদান করা হইবে, যথা:—

(ক) উক্ত বৎসরের শেষ দিন পর্যন্ত চাঁদাদাতার প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলের হিসাবে জমাকৃত অর্থের উপর ১২ (বারো) মাসের সুদ;

(খ) চলতি বৎসরে অগ্রিম হিসাবে উত্তোলিত অর্থের উপর চলতি বৎসরের প্রথম মাস হইতে যে মাসে উত্তোলন করা হইয়াছে সেই মাসের পূর্ববর্তী মাসের শেষ দিন পর্যন্ত সুদ;

(গ) চলতি বৎসরে চাঁদাদাতার হিসাবে বিভিন্ন মাসে জমাকৃত অর্থের উপর জমা প্রদানের তারিখ হইতে চলতি বৎসরের শেষ দিন পর্যন্ত সময়ের জন্য সুদ।

(৩) বেতন হইতে চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে, যে মাসে চাঁদা আদায় করা হইয়াছে সেই মাসের প্রথম তারিখে উহা জমা হিসাবে গণ্য করা হইবে এবং চাঁদাদাতা কর্তৃক চাঁদা জমার ক্ষেত্রে যদি কর্তৃপক্ষের পরিচালক (অর্থ) কর্তৃক উহা মাসের ৫ (পাঁচ) তারিখের মধ্যে গৃহীত হয়, তবে যে মাসের জন্য গৃহীত হইবে সেই মাসের প্রথম দিন জমা হিসাবে গণ্য করা হইবে, কিন্তু যদি উহা ৫ (পাঁচ) তারিখের পর গৃহীত হয়, তবে পরবর্তী মাসের প্রথম দিন হইতে জমা হিসাবে গণ্য করা হইবে।

(৪) প্রবিধান ১৮ এর অধীন প্রদেয় অর্থ এবং উক্ত অর্থের উপর প্রদানকৃত মাসের পূর্ববর্তী মাসের শেষ দিন পর্যন্ত প্রাপ্য সুদ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, পরিচালক (অর্থ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বা তাহার মনোনীত কোনো ব্যক্তিকে জমাকৃত অর্থ নগদে পরিশোধের বিষয়টি অবহিত করিলে অথবা উক্ত ব্যক্তিকে ডাকযোগে ক্রস চেক প্রেরণ করিলে, যে তারিখে তাহাকে অবহিত করা হইয়াছে বা ক্রস চেকটি ডাকযোগে প্রেরণ করা হইয়াছে, সেই তারিখের পূর্ববর্তী মাসের শেষ দিন পর্যন্ত সুদ প্রদানযোগ্য হইবে।

(৫) চাঁদাদাতা সুদ গ্রহণ না করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া নির্বাহী চেয়ারম্যানকে লিখিতভাবে অবহিত করিলে, তাহার হিসাবে সুদ জমা করা হইবে না, কিন্তু তিনি তৎপরবর্তী সময়ে সুদ দাবি করিলে, যে বৎসরে সুদ দাবি করা হইবে, সেই বৎসরের ১ জুলাই তারিখ হইতে সুদ জমা করা হইবে এবং প্রদেয় সুদ চাঁদাদাতার হিসাবে পূর্বে জমা হইলেও তাহার সুদ পরিহার করিবার লিখিত অবহিতকরণের ফলে প্রদত্ত সুদ তাহার হিসাবে ডেবিট এবং তহবিল ক্রেডিটকরণের মাধ্যমে সমন্বয় করা হইবে।

(৬) এই প্রবিধানমালার অধীন জমাকৃত অর্থের উপর যে সুদ চাঁদাদাতার জমার সহিত একীভূত হইবে সেই একীভূত অর্থের উপর উপ-প্রবিধান (১) অনুযায়ী নির্ধারিত হারে সুদ প্রদান করা হইবে।

১৪। **মনোনয়ন**।—(১) তহবিলে যোগদানকালে প্রত্যেক চাঁদাদাতা **ফরম-১** অনুসারে এই মর্মে নির্বাহী চেয়ারম্যান বরাবর মনোনয়নপত্র দাখিল করিবেন যে, তহবিলে তাহার হিসাবে জমাকৃত অর্থ প্রদেয় হইবার পূর্বেই তাহার মৃত্যু হইলে অথবা অর্থ প্রদেয় হইয়াছে কিন্তু প্রাপ্তির পূর্বেই তাহার মৃত্যু হইলে উক্ত মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ তহবিলে তাহার হিসাবে জমাকৃত অর্থ উত্তোলন করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, মনোনয়নকালে চাঁদাদাতার পরিবার থাকিলে, তিনি তাহার পরিবারের সদস্যের বাহিরে অন্য কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে মনোনীত করিতে পারিবেন না:

আরও শর্ত থাকে যে, মনোনয়নকালে চাঁদাদাতার পরিবার না থাকিলে, তিনি যেকোনো ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে পারিবেন, কিন্তু যখনই তিনি পরিবারভুক্ত হইবেন তখনই পূর্বের মনোনয়ন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই ক্ষেত্রে একটি নূতন মনোনয়নপত্র নির্বাহী চেয়ারম্যানের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর বিধান মোতাবেক কোনো চাঁদাদাতা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করিয়া থাকিলে প্রত্যেকের প্রাপ্য অনুপাত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে, তবে মনোনয়নপত্রে এইরূপে কোনো উল্লেখ না থাকিলে মনোনীত সকলেই সমহারে জমাকৃত অর্থ পাইবেন।

(৩) কোনো চাঁদাদাতা যেকোনো সময়ে নির্বাহী চেয়ারম্যান বরাবর **ফরম-২** অনুযায়ী নোটিশ প্রদান করিয়া তাহার মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ নোটিশের সহিত উপ-প্রবিধান (১) অনুযায়ী একটি নূতন মনোনয়নপত্র দাখিল করিতে হইবে।

(৪) প্রত্যেকটি বৈধ মনোনয়নপত্র এবং বাতিলকরণের নোটিশ নির্বাহী চেয়ারম্যান কর্তৃক গৃহীত হইবার দিন হইতে কার্যকর হইবে।

(৫) মনোনীত ব্যক্তি অপ্রাপ্তবয়স্ক হইলে তাহার পক্ষে তহবিলের অর্থ গ্রহণের জন্য একজন অভিভাবক নিয়োগ করিতে হইবে।

(৬) কোনো চাঁদাদাতা উপ-প্রবিধান (১) অনুসারে মনোনয়নপত্র জমা না দিয়া মৃত্যুবরণ করিলে তহবিলের অর্থ উত্তরাধিকারের প্রমাণপত্রের ভিত্তিতে উক্ত চাঁদাদাতার বৈধ উত্তরাধিকারীগণকে সমহারে প্রদান করা হইবে।

১৫। **তহবিল হইতে অগ্রিম গ্রহণ।**—(১) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে, চাঁদাদাতার প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলের হিসাবে জমাকৃত অর্থ হইতে চাঁদাদাতাকে অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে।

(২) এই প্রবিধানের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,—

(ক) আবেদনকারী নবম বা তদূর্দ্ধ গ্রেডভুক্ত কর্মচারী হইলে, গৃহ নির্মাণ অথবা ফ্ল্যাট, প্লট বা জমি ক্রয় ও বিশেষ বিবেচনা ব্যতিরেকে অন্যান্য অগ্রিম মঞ্জুরির ক্ষেত্রে, নির্বাহী চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য কর্মচারীগণের জন্য সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ) মঞ্জুরি প্রদান করিবেন; এবং

(খ) সকল কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে গৃহ নির্মাণ ও বিশেষ বিবেচনা এবং অপরিশোধযোগ্য অগ্রিমের মঞ্জুরির ক্ষেত্রে, নির্বাহী চেয়ারম্যান মঞ্জুরি প্রদান করিবেন।

(৩) অগ্রিমের পরিমাণ ও প্রয়োজনীয়তা উল্লেখসহ অগ্রিমের জন্য **ফরম-৩** এর নির্ধারিত ছকে নির্বাহী চেয়ারম্যান বরাবর আবেদন করিতে হইবে।

(৪) আবেদনকারীর আবেদন তাহার অর্থনৈতিক অবস্থার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ এবং নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে অগ্রিমের অর্থ ব্যবহৃত হইবে মর্মে মঞ্জুরকারীর নিকট সন্তোষজনক প্রতীয়মান হইলে অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে, যথা:-

(ক) আবেদনকারী বা তাহার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তির চিকিৎসা ও ব্যয়বহুল চিকিৎসার জন্য;

(খ) আবেদনকারী বা তাহার উপর নির্ভরশীল কোনো ব্যক্তির শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য;

(গ) আবেদনকারী বা তাহার উপর নির্ভরশীল কোনো ব্যক্তির বিবাহ বা ধর্মীয় বা সামাজিক প্রথানুযায়ী অনুষ্ঠিতব্য কোনো অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের জন্য;

(ঘ) বিবাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অথবা ধর্মীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠান, মর্যাদা অনুসারে, অবশ্য পালনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য;

(ঙ) জীবন বীমার কিস্তি প্রদানের জন্য;

(চ) বাসগৃহ নির্মাণ, বাসগৃহ নির্মাণের নিমিত্ত জমি বা প্লট ক্রয় বা ফ্ল্যাট ক্রয় অথবা বাসগৃহ মেরামতের জন্য বা এই উপ-প্রবিধানে বর্ণিত প্রয়োজনে ব্যক্তিগতভাবে গৃহীত ঋণ পরিশোধের জন্য;

(ছ) কোনো ধর্মীয় স্থান ভ্রমণের জন্য;

(জ) পারিবারিক কোনো ব্যয় নির্বাহের জন্য।

(৫) ফ্ল্যাট, প্লট বা জমি ক্রয়, বাসগৃহ নির্মাণ ও বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত, আবেদনকারীর প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলের হিসাবে জমাকৃত অর্থের ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) এর অধিক অর্থ অগ্রিম প্রদান করা যাইবে না এবং বিশেষ বিবেচনা ব্যতীত প্রথম গৃহীত অগ্রিম ও উহার সুদ পরিশোধের ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে দ্বিতীয় অগ্রিম প্রদান করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে প্রথম অগ্রিম গ্রহণের সময় অগ্রিম প্রদানযোগ্য সম্পূর্ণ অর্থ গৃহীত না হইয়া থাকে, সেইক্ষেত্রে প্রথম অগ্রিম চালু থাকাকালীন দ্বিতীয় অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইতে পারে, তবে দ্বিতীয় অগ্রিমের পরিমাণ আবেদনকারীর দ্বিতীয় অগ্রিম প্রদানকালে তাহার প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলের হিসাবে জমাকৃত অর্থের ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) এর অধিক হইবে না।

(৬) বিশেষ বিবেচনার কারণ উল্লেখ করিয়া চাঁদাদাতার প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলের হিসাবে জমাকৃত অর্থের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) পর্যন্ত অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে এবং একইসঙ্গে সর্বোচ্চ ৪ (চার)টি অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে।

(৭) উপ-প্রবিধান (৪) এর দফা (চ) এ উল্লিখিত বাসগৃহ নির্মাণ, বাসগৃহ নির্মাণের নিমিত্ত জমি বা প্লট ক্রয় বা ফ্ল্যাট ক্রয় অথবা বাসগৃহ মেরামত সংক্রান্ত অগ্রিম নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে মঞ্জুর করা যাইবে, যথা:—

(ক) এইরূপ অগ্রিমের পরিমাণ চাঁদাদাতার প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলের হিসাবে জমাকৃত অর্থের ৮০% (আশি শতাংশ) এর অধিক হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, বাসগৃহ মেরামতের জন্য অগ্রিম প্রদানের ক্ষেত্রে জমাকৃত অর্থের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) এর অধিক অর্থ অগ্রিম হিসাবে প্রদান করা যাইবে না;

(খ) একই ভূমির উপর গৃহ নির্মাণের জন্য একাধিক অগ্রিম প্রদান করা যাইবে না, তবে প্রথম অগ্রিম সুদেমূলে আদায় হইলে উক্ত গৃহ মেরামতের জন্য দ্বিতীয়বার অগ্রিম প্রদান করা যাইবে;

(গ) যে জমিতে বাসগৃহ নির্মাণ করিবার জন্য অগ্রিমের আবেদন করা হইতেছে তাহার মালিকানা সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করিতে হইবে;

(ঘ) অগ্রিম হিসাবে গৃহীত অর্থ পরিশোধের পূর্বে চাঁদাদাতা যদি সংশ্লিষ্ট জমি, জমিতে নির্মিত ফ্ল্যাট বা প্লট বিক্রয় করেন, তবে উক্তরূপ বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে গৃহীত অগ্রিম ও সুদের অর্থ তহবিলে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৮) মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ অগ্রিম মঞ্জুরের কারণ এবং অগ্রিমের পরিমাণ মঞ্জুরি আদেশে উল্লেখ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অগ্রিমের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে অগ্রিমের কিস্তি কর্তনের পর চাঁদাদাতার প্রাপ্য বেতনের পরিমাণের উপর গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে।

(৯) চাঁদাদাতার বয়স ৫২ (বায়ান্ন) বৎসর পূর্ণ হইলে মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত চাঁদাদাতাকে তাহার প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল হিসাবে জমাকৃত অর্থ হইতে যেকোনো প্রকৃত প্রয়োজনে অফেরতযোগ্য অগ্রিম মঞ্জুর করিতে পারিবে এবং এইরূপ অগ্রিম মঞ্জুর করা হইলে চাঁদাদাতার নিকট হইতে উহা আদায় করা যাইবে না এবং উহা চূড়ান্ত পরিশোধের অংশ হিসাবে গণ্য হইবে।

(১০) অফেরতযোগ্য অগ্রিমের পরিমাণ, অগ্রিম মঞ্জুরকালে চাঁদাদাতার প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলের হিসাবে জমাকৃত অর্থের ৮০% (আশি শতাংশ) এর অধিক হইবে না এবং চাঁদাদাতা একাধিক অগ্রিম গ্রহণ করিয়া থাকিলেও তাহার নিজস্ব চাঁদার হিসাবে জমাকৃত অর্থের ৮০% (আশি শতাংশ) অফেরতযোগ্য অগ্রিম হিসাবে মঞ্জুর করা যাইবে।

(১১) চাঁদাদাতার বয়স ৫২ (বায়ান্ন) বৎসর হইলে গৃহীত এক বা একাধিক অগ্রিমকে তাহার ইচ্ছানুসারে অফেরতযোগ্য অগ্রিমে রূপান্তর করা যাইবে এবং উহা চূড়ান্ত পরিশোধের অংশ হিসাবে গণ্য হইবে।

১৬। **অগ্রিম ও উহার সুদ আদায়।**—(১) অফেরতযোগ্য অগ্রিম ব্যতীত অন্যান্য অগ্রিমের ক্ষেত্রে অগ্রিম মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ যত সংখ্যক কিস্তি নির্ধারণ করিবে, তত সংখ্যক মাসিক সমান কিস্তিতে উহা আদায়যোগ্য হইবে, তবে চাঁদাদাতার ইচ্ছা ব্যতীত এই কিস্তির সংখ্যা ১২ (বারো) এর কম এবং ৫০ (পঞ্চাশ) এর অধিক হইবে না এবং এইরূপ কোনো পরিশোধযোগ্য অগ্রিমের ক্ষেত্রে অগ্রিম অর্থের ৫% (পাঁচ শতাংশ) হিসাবে সুদ পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) প্রবিধান ১২-তে বর্ণিত চাঁদা আদায়ের পদ্ধতিতে অগ্রিমের অর্থ আদায় করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ফ্ল্যাট, প্লট বা জমি ক্রয় এবং গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে গৃহীত অগ্রিম ব্যতীত অন্যান্য অগ্রিম উহা গ্রহণের পরবর্তী পূর্ণ মাসের বেতন হইতে আদায় আরম্ভ করিতে হইবে।

(৩) গৃহ নির্মাণ, ফ্ল্যাট, প্লট বা জমি ক্রয় অগ্রিমের ক্ষেত্রে, অগ্রিম গ্রহণের পরবর্তী দ্বাদশ মাসের বেতন হইতে বেতনের ১০% (দশ শতাংশ) হারে, তবে সর্বোচ্চ ১২০ (একশত বিশ) কিস্তিতে আদায় আরম্ভ করিতে হইবে।

(৪) চাঁদাদাতা ছুটিতে থাকিলে বা খোরাকি ভাতা পাইতে থাকিলে তাহার অনুমতি ব্যতীত অগ্রিম আদায় করা যাইবে না।

(৫) চাঁদাদাতাকে প্রদত্ত অগ্রিম আদায়কালে চাঁদাদাতার লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে, অগ্রিম মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ অগ্রিম আদায়ের সময় সাময়িকভাবে সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর স্থগিত রাখিতে পারিবে, তবে চাঁদাদাতা বার্ধক্যজনিত কারণে চাকরির শেষ প্রান্তে অবস্থান করিলে অগ্রিম মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ স্থগিত সময়, তাহার অবসর গ্রহণ পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবে।

(৬) গৃহীত অগ্রিমের আসল অর্থ সম্পূর্ণ পরিশোধ করিবার পর অগ্রিম গ্রহণ ও তাহা পরিশোধিত হইবার মধ্যবর্তী সময়ের জন্য বার্ষিক ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে মাসিক ভিত্তিতে সুদ আদায় করা হইবে, তবে এইরূপ হিসাবকালে মাসের অংশ পূর্ণ মাস ধরা হইবে।

(৭) কোনো চাঁদাদাতা প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলের উপর কোনো সুদ গ্রহণ না করিলে সেইক্ষেত্রে, অগ্রিমের জন্য কোনো সুদ আদায় করা যাইবে না।

(৮) সাধারণত মূল অগ্রিম আদায়ের পরবর্তী মাসে এক কিস্তিতে সুদ আদায় করিতে হইবে, তবে সুদের পরিমাণ মূল অগ্রিম আদায়ের এক কিস্তির টাকা অপেক্ষা অধিক হইলে চাঁদাদাতার ইচ্ছা অনুসারে একাধিক মাসিক কিস্তিতে উক্ত সুদ আদায় করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ ক্ষেত্রে সুদ আদায়ে কিস্তির টাকার পরিমাণ মূল অগ্রিম আদায়ে কিস্তির টাকার পরিমাণ অপেক্ষা কম হইবে না।

(৯) যদি চাঁদাদাতাকে কোনো অগ্রিম মঞ্জুর করা হয় ও তিনি উহা উত্তোলন করিয়া থাকেন এবং পরবর্তীতে উহা পূর্ণ পরিশোধের পূর্বেই অগ্রিম বাতিল হইয়া যায়, তাহা হইলে উত্তোলিত অগ্রিম বা উহার অপরিশোধিত অংশ এবং প্রবিধান ১৩ এর বিধান মোতাবেক প্রদেয় সুদ সঙ্গে সঙ্গে তহবিলে জমা প্রদান করিতে হইবে, অন্যথায় পরিচালক (অর্থ) উক্ত চাঁদাদাতার বেতন হইতে কিস্তিতে অথবা মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ যেরূপে নির্দেশ প্রদান করিবে সেইরূপে উক্ত অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা করিবে।

(১০) এই প্রবিধানের অধীন আদায়কৃত সকল অগ্রিম ও সুদের অর্থ চাঁদাদাতার নিজস্ব চাঁদার হিসাবে জমা করা হইবে।

১৭। **বাৎসরিক হিসাব বিবরণী।**—(১) প্রত্যেক বৎসর সমাপ্ত হইবার পর, যতশীঘ্র সম্ভব, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা প্রত্যেক চাঁদাদাতাকে হিসাব বিবরণীর কপি প্রেরণ করিবেন অথবা ই-মেইলে জানাইবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন প্রদত্ত হিসাব বিবরণীতে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখ থাকিবে, যথা:—

(ক) বৎসরের প্রথম দিনের প্রারম্ভিক জের;

(খ) সমগ্র বৎসরে জমাকৃত ও উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ;

(গ) ৩০ জুন তারিখ পর্যন্ত সুদ ও বিনিয়োগ বাবদ জমার পরিমাণ এবং উক্ত তারিখের সমাপনী জের।

(৩) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত হিসাব বিবরণীর সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি সংবলিত একটি অনুসন্ধান পত্র সংযুক্ত করিতে হইবে, যথা:—

(ক) চাঁদাদাতা মনোনয়নপত্র দাখিল করিয়াছেন কিনা অথবা ইতঃপূর্বে দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রে কোনো পরিবর্তন করিতে আগ্রহী কিনা; এবং

(খ) পরিবারের অবর্তমানে ভিন্ন কোনো ব্যক্তিকে মনোনয়নের পরবর্তীতে তাহার কোনো পরিবার হইয়াছে কিনা।

(৪) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত হিসাব বিবরণীতে কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে চাঁদাদাতা তাৎক্ষণিকভাবে উহা পরিচালক (অর্থ) এর দৃষ্টিগোচরে আনিবেন এবং পরিচালক (অর্থ) বিষয়টি পরীক্ষান্তে প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া বোর্ডকে অবহিত করিবেন ।

১৮। **তহবিলে জমাকৃত অর্থ প্রদান, ইত্যাদি।**—(১) প্রবিধান ১৯ এর অধীন কর্তনকৃত অর্থ, যদি থাকে, ব্যতীত, তহবিলে চাঁদাদাতার হিসাবে জমাকৃত অবশিষ্ট অর্থ প্রদানযোগ্য হইলে চাঁদাদাতা বা, ক্ষেত্রমত, তাহার মনোনীত ব্যক্তিকে উক্ত জমাকৃত অর্থ গ্রহণের জন্য বোর্ড লিখিতভাবে জানাইবে।

(২) কোনো কর্মচারী বা তাহার মনোনীত ব্যক্তি বা তাহার পরিবার বোর্ডের নিকট উক্ত অর্থ পরিশোধের আবেদন করিলে, বোর্ড উক্ত আবেদন বিবেচনা করিয়া কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন গ্রহণপূর্বক তাহার প্রাপ্য অর্থ অনুমোদন করিবে এবং আবেদনকারীকে উহা পরিশোধ করিবে।

(৩) কোনো চাঁদাদাতা চাকরি পরিত্যাগ করিলে, অবসর উত্তর ছুটিতে (পিআরএল) গমন করিলে, ছুটিতে থাকাকালীন অবসর উত্তর ছুটিতে গমন করিলে, ছুটিতে থাকাকালীন অবসর গ্রহণের অনুমতি পাইলে বা যোগ্য কোনো চিকিৎসক কর্তৃক চাকরির অযোগ্য ঘোষিত হইলে, এই প্রবিধানমালার অধীন কোনো অর্থ কর্তনযোগ্য হইলে উহা ব্যতীত, তহবিলে জমাকৃত সমুদয় অর্থ সংশ্লিষ্ট চাঁদাদাতাকে প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, জমাকৃত অর্থ প্রাপ্তির পর চাঁদাদাতা পুনর্বহাল বা পুনঃনিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া ৫২ (বায়ান্ন) বৎসর বয়সের মধ্যে পুনরায় চাকরিতে ফিরিয়া আসিলে, তাহাকে উত্তোলিত সমুদয় অর্থ সুদসহ নির্বাহী চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্দেশিত উপায়ে তহবিলে ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

(৪) চাঁদাদাতার পরিবার থাকিলে এবং তহবিলে জমাকৃত অর্থ প্রদানযোগ্য হইবার পূর্বে বা প্রদানযোগ্য হইলেও প্রাপ্তির পূর্বে তাহার মৃত্যু হইলে,—

(ক) পরিবারের কোনো সদস্য বা সদস্যগণের অনুকূলে মনোনয়ন প্রদান করিয়া থাকিলে এবং উক্ত মনোনয়ন বলবৎ থাকিলে, মনোনয়নের শর্ত মোতাবেক, জমাকৃত সমুদয় অর্থ উক্ত মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের মধ্যে বন্টন করিতে হইবে;

(খ) পরিবারের কোনো সদস্য বা সদস্যগণের অনুকূলে কোনো মনোনয়ন প্রদান করা না থাকিলে বা মনোনয়ন থাকা সত্ত্বেও উহা অবৈধ হইলে বা উহা অকার্যকর হইলে পরিবারের সদস্য ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের অনুকূলে মনোনয়ন থাকা সত্ত্বেও তহবিলে জমাকৃত সমুদয় অর্থ পরিবারের সদস্যগণের মধ্যে সমহারে বণ্টন করিতে হইবে;

(গ) তহবিলে জমাকৃত অর্থের অংশবিশেষের জন্য মনোনয়ন প্রদান করিয়া থাকিলে, জমাকৃত অর্থের যে অংশের জন্য মনোনয়ন নাই উক্ত অংশ পরিবারের সদস্যবর্গের মধ্যে সমহারে বন্টন করিতে হইবে।

১৯। **কর্তন।**—কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তহবিলের অর্থ চাঁদাদাতাকে প্রদানের সময় উক্ত অর্থ হইতে প্রবিধান ১০ এর বিধান অনুসারে তহবিলে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদানের অর্থ ও উহার সুদের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে নহে এইরূপ অর্থ নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে ও পরিমাণে কর্তনপূর্বক কর্তৃপক্ষের অনুকূলে নেওয়া যাইবে, যথা:—

(ক) গুরুতর অসদাচরণের জন্য চাকরিচ্যুত হইলে, যেকোনো পরিমাণ অর্থ:

তবে শর্ত থাকে যে, চাকরিচ্যুতির আদেশ পরবর্তীতে বাতিল হইলে এবং চাকরিতে পুনর্বহাল হইলে, কর্তনকৃত অর্থ পুনরায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির তহবিলে জমা প্রদান করিতে হইবে;

(খ) বার্ধক্যের কারণে অথবা যথাযথ মেডিক্যাল বোর্ড কর্তৃক অক্ষম ঘোষিত হইয়া চাকরি হইতে পদত্যাগের ক্ষেত্র ব্যতীত, চাকরিতে নিয়োগের ৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে পদত্যাগ করিলে, যেকোনো পরিমাণ অর্থ;

(গ) চাঁদাদাতার কারণে কর্তৃপক্ষের উপর যকোনো দায় বর্তাইলে, যেকোনো পরিমাণ অর্থ।

পঞ্চম অধ্যায়

বিবিধ

২০। **প্রবিধানমালার অন্তর্ভুক্ত নহে এইরূপ বিষয়।**—তহবিল সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে এই প্রবিধানমালায় পর্যাপ্ত বিধান না থাকিলে, উক্ত বিষয়ে সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, আদেশ, নির্দেশ বা নিয়মাবলি প্রযোজ্য হইবে, এবং এইরূপ ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা সৃষ্টি হইলে এতদবিষয়ে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

ফরম-১

[প্রবিধান ১৪ এর উপ-প্রবিধান (১) দ্রষ্টব্য]

প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলের হিসাবে জমাকৃত অর্থ প্রাপ্তির মনোনয়নপত্র

অংশ-ক

পরিবারের এক বা একাধিক সদস্যকে মনোনয়ন প্রদান

প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলে আমার হিসাবে জমাকৃত অর্থ পরিশোধ হইবার পূর্বে, অথবা উহা পরিশোধযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও পরিশোধিত হইবার পূর্বে আমার মৃত্যুর ক্ষেত্রে উক্ত অর্থ গ্রহণের জন্য আমি এতদ্দ্বারা আমার পরিবারের নিম্নবর্ণিত সদস্য বা সদস্যগণকে মনোনয়ন প্রদান করিলাম, যথা:—

ক্রমিক নং	মনোনীত সদস্য/সদস্যগণের নাম ও ঠিকানা	চাঁদাদাতার সহিত সম্পর্ক	বয়স	মনোনীত ব্যক্তি একাধিক হইলে প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশের পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১।				
২।				
৩।				

দুইজন সাক্ষীর নাম, স্বাক্ষর, পদবি ও ঠিকানা:

১।

২।

চাঁদাদাতার স্বাক্ষর:

পূর্ণ নাম:

পদবি:

তারিখ:

অংশ-খ

পরিবারের কোনো সদস্য না থাকিলে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্মচারী (প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল) প্রবিধানমালা, ২০২৫ এর প্রবিধান ২ এর দফা (ঝ)-তে প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী আমার পরিবারের কোনো সদস্য নাই। তহবিলে আমার হিসাবে জমাকৃত অর্থ পরিশোধযোগ্য হইবার পূর্বে, অথবা উহা পরিশোধযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও পরিশোধিত হইবার পূর্বে, আমার মৃত্যুর ক্ষেত্রে উক্ত অর্থ গ্রহণের জন্য আমি এতদ্দারা নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণকে মনোনীত করিলাম:

ক্রমিক নং	মনোনীত সদস্য/সদস্যগণের নাম ও ঠিকানা	চাঁদাদাতার সহিত সম্পর্ক	বয়স	মনোনীত ব্যক্তি একাধিক হইলে প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশের পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১।				
২।				
৩।				

দুইজন সাক্ষীর নাম, স্বাক্ষর, পদবি ও ঠিকানা:

১।

২।

চাঁদাদাতার স্বাক্ষর:

পূর্ণ নাম:

পদবি:

তারিখ:

ফরম-২

[প্রবিধান ১৪ এর উপ-প্রবিধান (৩) দ্রষ্টব্য]

মনোনয়ন বাতিলের নোটিশ

আমার ক্ষমতায় কোনো প্রকার পক্ষপাতিত্ব না করিয়া জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্মচারী (প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল) প্রবিধানমালা, ২০২৫ এর বিধান অনুসারে আমার পরিবারের সদস্য হওয়ায়/উপযুক্ত কারণ থাকায় আমি.................তারিখে যে মনোনয়ন প্রদান করিয়াছিলাম উহা এতদ্দ্বারা বাতিল করিলাম।

দুইজন সাক্ষীর নাম, স্বাক্ষর, পদবি ও ঠিকানা:

১।

২।

চাঁদাদাতার স্বাক্ষর:

পূর্ণ নাম:

পদবি:

তারিখ:

ফরম-৩

[প্রবিধান ১৫ এর উপ-প্রবিধান (৩) দ্রষ্টব্য]

প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলের হিসাব হইতে অগ্রিম উত্তোলনের আবেদন ফরম

প্রাপক:
নির্বাহী চেয়ারম্যান
জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়
১১-১২ তলা, বিনিয়োগ ভবন
ই-৬/বি, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

বিষয়: প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলের হিসাব হইতে অগ্রিম (ফেরতযোগ্য/অফেরতযোগ্য) গ্রহণের আবেদন।

মহোদয়

প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলে আমার হিসাবে (নং.........) জমাকৃত অর্থ হইতে ....টাকা অগ্রিম উত্তোলনের মঞ্জুরি প্রদানের জন্য সবিনয় অনুরোধ করিতেছি।

আপনার অনুগত,

তারিখ:

স্বাক্ষর:

নাম:

পদবি:

প্রশ্নাবলি

ক্রমিক নং	**প্রশ্নাবলি**	**জবাব**
(১)	(২)	(৩)
১।	অগ্রিম আবেদনের পূর্ববর্তী মাসে প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলের হিসাবে স্থিতির পরিমাণ: (হিসাবের সর্বশেষ স্লিপ সংযুক্ত করিতে হইবে)	

(১)	(২)	(৩)
২।	কী কারণে অগ্রিম উত্তোলন করিতে ইচ্ছুক: (একাধিক কারণ থাকিলে উহা আলাদাভাবে বর্ণনা করিতে হইবে)	
৩।	মূল বেতন (বেতনক্রমসহ)	
৪।	পূর্বে কোনো অগ্রিম গ্রহণ করিয়া থাকিলে উহার বিবরণ: (ক) গৃহীত অগ্রিম কখন সুদসহ সম্পূর্ণ কিস্তিতে পরিশোধিত হইয়াছে— (খ) গৃহীত অগ্রিম সম্পূর্ণ পরিশোধিত না হইলে কত কিস্তি বাকি রহিয়াছে এবং টাকার পরিমাণ—	
৫।	প্রার্থিত অগ্রিমের পরিমাণ:	
৬।	প্রার্থিত অগ্রিম তহবিলের হিসাবে জমাকৃত টাকা সুদসহ কিনা:	
৭।	কত কিস্তিতে (সুদসহ) অগ্রিম পরিশোধ করিতে ইচ্ছুক:	
৮।	জন্ম তারিখ:	
৯।	কর্মচারীর সুপারিশ:	

স্বাক্ষর:

নাম:

পদবি:

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে

নাসরীন আফরোজ
নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব)।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd